গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ অক্টোবর ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মেয়েদের নিরাপত্তা কি শুধু সরকারি রিপোর্টেই!

দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন— ছাত্রী এত রাতে কলেজের বাইরে বেরোল কী করে? রাত আটটাকে 'গভীর রাত' বলা যায় কিনা এই তর্কে না গিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে প্রশ্ন ওঠে, এতে দুষ্কৃতীরাই কি প্রশ্রয় পাবে না? তাঁর কথা থেকে মনে হয় যেন এই ঘটনার জন্য নির্যাতিতা ছাত্রীই দায়ী, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার কোনও দায় নেই! বোঝা যায় রাজ্যের প্রধান হিসাবে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতেই তিনি এই ধরনের অসংবেদনশীল মন্তব্য করেছেন। আর জি কর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি ছাত্রীর খুন ও ধর্ষণের ঘটনার পরও একই সুর শোনা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়— নাইট শিফটে মহিলাদের কাজ করানো যাবে না। অর্থাৎ মহিলারা দিনের বেলাতেই শুধু কাজ করতে পারবেন! তিনি যা বলছেন বাস্তবে তা সম্ভব নয় শুধু নয়, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্যের রাস্তা এতে আরও চওড়া হবে। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হল, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি কোন পুরনো, বস্তাপচা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা বহন করছেন এবং তার প্রসার ঘটাতে চাইছেন! এর সাথে বিরোধী দল বিজেপির চিন্তার কোনও ফারাক আছে কি?

অথচ এই খবরটি আসার কয়েক দিন আগেই রাজ্য সরকার গর্ব করে দেখাচ্ছিল ২০২৩-এর ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-র রিপোর্ট। সেখানে বলা হয়েছে, অপরাধের নিরিখে দেশের ১৯টি শহরের মধ্যে নিরাপদতম শহর কলকাতা। রাজ্য সরকার তা-ই দেখিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করছে। রিপোর্ট দেখে রাজ্যের মানুষ রীতিমতো বিস্মিত— এ শহর যদি নিরাপদতম হয়, তা হলে সারা দেশের পরিস্থিতি কতটা খারাপ! কিন্তু এই রিপোর্ট তৈরি হল কী ভাবে? মানুষের অভিজ্ঞতা, এ রাজ্যে পথে-ঘাটে তো বটেই, মহিলাদের উপর গার্হস্থ্য নির্যাতনও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অ্যাসিড হামলায় শীর্ষ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ।

সাতের পাতায় দেখুন

'ভয়েস অফ অভয়া, ভয়েস অফ উইমেন'-এর পক্ষ থেকে ১৩ অক্টোবর দুর্গাপুরে আই কিউ সিটি হাসপাতালের সামনে প্রবল বিক্ষোভ। ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যান বিক্ষোভকারীরা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নাগরিকরা। আন্দোলনের চাপে সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল দেখা করতে বাধ্য হন।

রাজ্যে এসইউসিআই(সি)-র শারদীয় বুকস্টলে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকারও বেশি

দেশে দেশে গণবিদ্রোহ দেখে আতঙ্কে ভুগছেন আরএসএস-বিজেপি নেতারা

সম্প্রতি প্রবল যুব-বিদ্রোহে ভারতের প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মলদ্বীপ, নেপালে পাল্টে গিয়েছে নির্বাচিত সরকার। আর যুবসমাজের এই প্রতিবাদী চেহারা আশঙ্কিত করে তুলেছে ভারতের শাসক শ্রেণিকে। নেতা-মন্ত্রীদের কথাতেই সেই আতঙ্কের সুর ফুটে বেরোচ্ছে।

সম্প্রতি আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের কথাতেও সেই আতঙ্কই প্রকাশ পেল। তিনি এই ছাত্র-যুব আন্দোলনের দাবি, আকাঙ্খা, প্রত্যাশা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার গৌরবকে কালিমালিপ্ত করে হিংসাত্মক আন্দোলন বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এ ধরনের আন্দোলনে ওই দেশগুলির পরিস্থিতির আদৌ কোনও বদল হবে না। এ প্রসঙ্গে এমনকি তিনি ফরাসি বিপ্লব, রাশিয়া, চিনের বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে এনে সেগুলিকেও ব্যর্থ বিপ্লব বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের ফলে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্রাটের কুর্সি দখল করে নেন। পৃথিবীর একাধিক দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে। কিন্তু তারা ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের বিপ্লব কোথাও সফল হয়নি। ইতিহাস তাই বলে। বলেছেন, হিংসা বা অশান্তির কারণে পরিবর্তন আসে না। এ ধরনের প্রচেষ্টা অশান্তি সৃষ্টি করে কিন্তু দেশের পরিস্থিতি একই থাকে।

আতঙ্ক থেকেই ভাগবতের এই উক্তি

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএস বিজেপির পরিচালক শক্তি। এই সংগঠনের নেতা শ্রী ভাগবত দেশে দেশে জাগ্রত যৌবনের এই উত্থানের ব্যর্থতা প্রমাণ করতে হঠাৎ ইতিহাস টেনে এনেছেন। তিনি কি এ-সব বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস জানেন না? ভাগবতজির ইতিহাস জ্ঞান কম, এ কথা বোধহয় বলা যাবে না। আসলে ইতিহাসের পাতায় যে শিক্ষা এই মহান বিপ্লবগুলো রেখে গেছে সেগুলো আরএসএস দর্শনের ভিত্তিকেই আঘাত করে। ভাগবতজি সেই আতঙ্ক থেকেই ইতিহাসকে বিকৃত করে উপস্থিত করেছেন। আসলে তাঁরা যুবসমাজ তথা জনগণের বিক্ষোভের আতঙ্কে নিদ্রাহীন হয়ে পড়েছেন। এর মূলে যে রয়েছে শোষণ-বঞ্চনায় জর্জরিত জনগণের প্রবল ক্ষোভ এবং সরকারের প্রতি প্রবল অনাস্থা, এটা উপলব্ধি করে তার প্রতিকার নয়— আন্দোলনকেই কটাক্ষ করেছেন তিনি। কিন্তু যে হেতু তাঁরা এই

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এসইউসিআই(সি)

আটের পাতায় দেখুন

বন্যা কবলিত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহের দাবি

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এআইডিএসও-র

উত্তরবঙ্গের বন্যা কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ, ফি মকুব এবং শিক্ষার সার্বিক পরিকাঠামো দ্রুততার সাথে পুনর্গঠনের দাবিতে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১১ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় চিঠিতে বলেছেন, চারটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার এ বারের বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনও বন্যা বিধ্বস্ত বহু এলাকা জলের তলায়, হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়ে ত্রাণ শিবিরে অত্যন্ত দুর্বিষহ অবস্থায় জীবন যাপন করছেন।

সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হল, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন আজ চরম অনিশ্চয়তার মুখে। বন্যাদুর্গত ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক, খাতা, ব্যাগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ চলছে

গণবিদ্রোহ ঃ আতঙ্কে আরএসএস-বিজেপি নেতারা

একের পাতার পর

শোষণমূলক ব্যবস্থারই সমর্থক, স্থিতাবস্থারই পূজারি, তাই তাঁদের লক্ষ্য, যে কোনও উপায়ে এই ক্ষোভকে স্তিমিত করা। বিকৃত ইতিহাস দিয়ে বোঝানো যে, এই বিক্ষোভ বিদ্রোহের পথ ঠিক নয়। বিক্ষোভ-বিদ্রোহে সমাজ বদলায় না।

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস
ভাগবতের কথার উল্টোটাই প্রমাণ করে

দেখা যাক, ফরাসি বিপ্লব, রুশ-চিন বিপ্লব ইতিহাসে কী প্রমাণ করেছে। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে একদিন মাথা তুলেছিল ফরাসি বিপ্লব। ভাগবত সেই ফরাসি বিপ্লব প্রসঙ্গে বলেছেন, এই বিপ্লব ব্যর্থ। এর ফলে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্রাটের কুর্সি দখল করে নেন। হ্যাঁ, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করে নেন, এ কথা ঠিক। কিন্তু তার দ্বারা কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে ফরাসি বিপ্লব ব্যর্থ? এ কথা যিনি বলেন তিনি কি ইতিহাস বিচারের যোগ্য? ফরাসি বিপ্লবই বিশ্বে প্রথম বিপ্লব যা শোষিত জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যুগ যুগ ধরে চলে আসা দৈবাধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী সামন্তী শাসনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এ এক মহান বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলেই ফ্রান্সে গড়ে ওঠে মুক্তপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নাগরিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নতুন ব্যবস্থা ফ্রান্সের মানুষকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেয়, আভিজাতিক ও যাজকীয় শোষণ থেকে মুক্তি দেয়, বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের যে নির্মম পীড়ন ও যন্ত্রণা শত শত বছর ধরে চলে আসছিল, তা থেকে মুক্তি এনে দেয়। বিপ্লবে ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের পতন সারা বিশ্বের সামন্তী শাসকদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। অন্য দিকে বিশ্ব জুড়ে মুক্তিকামী শোষিত মানুষকেও তা প্রবল ভাবে আন্দোলিত করে যে, তারাও পারে এ ভাবে শাসক শ্রেণিকে পরাস্ত করতে, যুগ-বদলের লড়াই লড়তে। ফরাসি বিপ্লবের অভিঘাত এতই ব্যাপক এবং বিস্তৃত ছিল যে তা দেশে দেশে সামন্তী শাসকদের বাধ্য করেছিল জনগণের দাবি মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে। ভারত যে আজ একটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত, সেই গণতন্ত্র তো রামায়ণ-মহাভারত থেকে আসেনি, এসেছে রুশো-ভলতেয়ারের চিন্তা থেকে, ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকার থেকে। ভাগবতজিকে এ দেশের একজন মানুষের নাম মনে করিয়ে দেওয়া যাক— রামমোহন রায়। তিনি এই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে ফরাসি বিপ্লবকে গভীর আবেগে সমর্থন জানিয়েছিলেন। অবশ্য রামমোহনের চিন্তার উত্তরাধিকার এ দেশের মাটিতে ভাগবতজিদের খুবই অস্বস্তির কারণ তা তো জানাই আছে।

ভাগবত সাহেবের কি জানা নেই যে, নেপোলিয়নকেও তাঁর শাসনব্যবস্থায় যে বিধিগুলি প্রণয়ন করেছিলেন, যা 'নেপোলিয়ন কোড' বলে পরিচিত ছিল, তাতে ফরাসি বিপ্লবের দাবিগুলিকেই কার্যত মেনে নিতে হয়েছিল। আইনের চোখে সমতা, নাগরিক স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকারের মতো বিষয়গুলি, যা ফরাসি বিপ্লবের দাবি ছিল, সেগুলিকেই তিনি কার্যকর করতে বাধ্য হন।

ফ্রান্সে ১৮৩০ সালের বিপ্লবে, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে, ১৮৭১-এর প্যারি কমিউনের সংগ্রামে ফরাসি বিপ্লবের মর্মবস্তু বা আকাঙ্খাই ফিরে ফিরে এসেছে। ফরাসি বিপ্লব যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান তুলেছিল তা শুধু ফরাসি জনগণকেই জাগিয়ে তুলেছিল তা নয়, পরবর্তী বিশ্বের সমস্ত মুক্তি আন্দোলনকেই প্রভাবিত করেছিল। তাই ফরাসি বিপ্লবের তাৎপর্য আন্তর্জাতিক। ফরাসি বিপ্লব যে সাম্যের সন্ধান দিয়েছিল তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। মুক্তিকামী মানুষের কাছে এই বাণী আজ আড়াইশো বছর পরেও সমান তাৎপর্য নিয়েই অবস্থান করছে। সমাজে যত দিন শ্রেণি বৈষম্য থাকবে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থাকবে, মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণির স্বার্থের লোভ চরিতার্থ করতে যত দিন সংখ্যাগুরু মানুষ ক্ষুধার্ত থাকবে, একচেটিয়া আধিপত্য যত দিন শোষিত মানুষের জীবন-মৃত্যুর অধিকারকে ধনিক শ্রেণির মুঠোর মধ্যে পুরে রাখবে তত দিন ফরাসি বিপ্লবের মুক্তির আহ্বান তাদের তাড়িত করে যাবে।

ফরাসি বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শোষিত মানুষের মুক্তিপথের দিশারি মহান কার্ল মার্ক্স। প্রবল স্বৈরাচারী সামন্তী শাসনের বিরুদ্ধে ফরাসি বিপ্লবকে 'প্রচণ্ড হাতুড়ির আঘাত' হিসাবে তিনি অভিহিত করেছেন। ফরাসি সমাজে যুগ যুগ ধরে জমা হওয়া সামন্তী শোষণ, অনুশাসন, নিপীড়নের জমা জঞ্জাল পরিষ্কারের 'দানবীয় ঝাঁটা' বলেছেন তিনি ফরাসি বিপ্লবকে।

রাশিয়া-চিনের বিপ্লব মানুষকে
শোষণ থেকে মুক্ত করেছিল

শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কট্টর সমর্থক ভাগবত যে রুশ-চিন বিপ্লবকেও ব্যর্থ বলবেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি যদি শোষক শ্রেণির সমর্থক না হতেন তবে স্পষ্ট দেখতে পেতেন, রুশ বিপ্লবই বিশ্বে প্রথম বিপ্লব যা মানুষের উপর মানুষের যুগ যুগ ধরে চলে আসা শোষণকে নির্মূল করেছিল। প্রথম বার শোষিত মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষের সামনে প্রথম বার তাদের জীবনের বিকাশের সমস্ত রাস্তা খুলে দিয়েছিল। সমাজের সমস্ত ধরনের শোষক শ্রেণিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল। যা ইউরোপের একটা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া একটি দেশকে অতি দ্রুত অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে উন্নত দেশে পরিণত করেছিল। যুগ যুগ ধরে শাসক শ্রেণিগুলি জীবনের সমস্ত রকমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখে যে শোষিত শ্রেণিকে অক্ষম বলে প্রতিপন্ন করে এসেছিল, তারাও যে অত্যন্ত দক্ষ হাতে সমাজ পরিচালনায় সক্ষম, রুশ বিপ্লব বিশ্বের সামনে সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। যা দেখে কমিউনিস্ট না হয়েও রবীন্দ্রনাথ, রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইনের মতো বিশ্বখ্যাত মানুষেরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রাণখোলা প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ভ্রমণকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থদর্শন বলে অভিহিত করেছিলেন। একই কথা চিন বিপ্লব সম্পর্কেও সত্য। এশিয়ার একটা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া আফিং আসক্ত দেশ থেকে চিনকে একটা শোষণহীন শক্তিশালী আধুনিক দেশে পরিণত করেছিল বিপ্লব।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সেখানকার পরাজিত শক্তির আক্রমণ, সমাজতন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পুঁজিবাদী চিন্তার ধারক-বাহকদের বিপ্লব বিরোধী ভূমিকার জন্য রাশিয়া-চিনে আজ পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, এ কথা ঠিক। কিন্তু দুটি দেশের আজকের বিরাট শক্তি যে মূলত সমাজতন্ত্রেরই অবদান, এ কথা নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার, একদিনের বিশ্বশান্তির অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে পরিচিত রাশিয়া-চিন আজ দুর্বল দেশগুলির উপর বর্বর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ দেখেও যে যুদ্ধবিরোধী আওয়াজ তুলতে পারছে না, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত করে ফেলেছে তা তো মার্ক্সবাদী আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার জন্যই। তা ছাড়া এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টে নতুন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থায়ী হওয়ার পথে ভাঙা-গড়া থাকে। সামন্তী ব্যবস্থা ভেঙে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে কয়েক শো বছর সময় লেগেছে। রাশিয়া-চিনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক পতন হয়েছে। আগামী দিনে তা আবার প্রতিষ্ঠিত হবে।

গণবিদ্রোহের আতঙ্কে ভুগছেন ভাগবতরা

এ সব কিছুই ইতিহাস। কারও অজানা নয়। তা হলে ভাগবত উল্টো কথা বললেন কেন? আসলে ভাগবতজিরা জানেন, ফরাসি বিপ্লব কেবল মাত্র সামন্ততন্ত্র ভেঙে বুর্জোয়া গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করার রাস্তা করে দেয়নি— সমাজ অগ্রগতির ধারায় যে অবদান সে রেখেছিল তারই পরিণতিতে আসতে পেরেছে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের চিন্তা। ভাগবতজিরা যে ফ্যাসিবাদী দর্শনের অনুসারী তাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শনই সম্পূর্ণ পরাস্ত করে দেয়। ফলে আজকের শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে ভাগবতজিরা দিনে-রাতে বিপ্লব আতঙ্কে ভুগতে থাকেন।

বুরবোঁ রাজতন্ত্রে ফ্রান্সে যেমন রাজা এবং চার্চের আঁতাঁত জনতাকে রাজার সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, তেমনই আজ ভাগবতদের কাজ ধর্মের জিগির তুলে শোষিত, নিপীড়িত ক্ষুব্ধ মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা, শাসক শ্রেণির সমস্ত শোষণ অন্যায়, জুলুম মানুষকে দিয়ে নীরবে মানিয়ে নেওয়া। শোষিত বঞ্চিত মানুষের বিক্ষোভকে তারা ভয় করে। মানুষ যদি তার সীমাহীন বঞ্চনা নীরবে মেনে নেয়, তবে তারা খুশি হয়। কিন্তু অশেষ প্রবঞ্চিত মানুষ যদি তার শোষণ-বঞ্চনাকে চিরকাল সহ্য না করে কখনও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তীব্র কণ্ঠে তাদের দাবির কথা জানায়, তখন তারা তাকে বিশৃঙ্খলা বলে, অশান্তি বলে দাগিয়ে দেয়। তাদের ন্যায্য অধিকারের কথা, তারা সকল শক্তি দিয়ে, শঠতা দিয়ে তাদের কাছ থেকে গোপন করতে চায়। ভাগবতের ইতিহাস বিকৃতির আসল উদ্দেশ্য এটাই। তাঁদের আসল ভয়, এই বুঝি প্রতিবেশী দেশগুলির বিক্ষোভের আগুন এ দেশেও পৌঁছে যায়! এই বুঝি ফ্রান্স, রাশিয়া, চিনের মতো আবার কোনও বিপ্লব ঘটে যায়! তাঁরা জানেন, প্রতিবেশী দেশে ঘটে যাওয়া বিক্ষোভগুলি যে সফল হল না, তার কারণ এগুলির সঠিক নেতৃত্ব, সঠিক রাস্তা এবং সঠিক লক্ষ্যের অভাব। কিন্তু তাঁরা এটাও জানেন, জনগণের এই জেগে ওঠা বারবার ব্যর্থ হবে না, জনগণ এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অচিরেই বুঝবেন, ভোট বা বিক্ষোভের মাধ্যমে শুধু সরকার বদলে মুক্তি আসবে না। যথার্থ মুক্তি আনতে হলে, শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এজন্য চাই— শোষণমুক্তিই যাদের একমাত্র লক্ষ্য এমন সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি। যখনই মানুষ তা বুঝবেন তখন এই মানুষই অমোঘ শক্তির অধিকারী হয়ে উঠবেন। তাই শাসক শ্রেণি এবং তাদের দালাল শক্তিগুলির মরিয়া চেষ্টা অতীতের মহান বিপ্লবগুলিকে মুক্তিকামী মানুষের চোখে ব্যর্থ বলে দাগিয়ে দেওয়া, শোষিত মানুষের যে কোনও রকম মুক্তি প্রচেষ্টাকে অশান্তি বলে দাগিয়ে দেওয়া।

অশান্তি মানেই অমঙ্গল নয়

মনে রাখা দরকার, অশান্তি মানেই অমঙ্গল নয়। শাসক শ্রেণির কাছে যা অশান্তি, শোষিত মানুষের কাছে তা মুক্তির পথের সন্ধান। শাসক শ্রেণি এবং তার দালালরা চিরকালই মানুষের মুক্তির সন্ধানে যে কোনও লড়াইকে অশান্তি বলে দাগিয়ে দিতে চায়। অশান্তি অশান্তি বলে অবিরাম প্রচার করতে থাকে— ঠিক যেমনটি ভাগবত করেছেন। কিন্তু দেশের শোষিত মানুষ এই ধরনের প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

কেন্দ্রে বিজেপি শাসনে, রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন সরকারের অপশাসনে মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। পুঁজিপতি শ্রেণির অবাধ লুঠ মানুষের জীবনকে ক্রমাগত গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারগুলি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে শাসকশ্রেণির লুণ্ঠনেই সহায়তা করে চলেছে। ফলে মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ তীব্র আকার নিচ্ছে। এ সত্য শাসকদের কাছেও গোপন নেই। মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করতে তারা যে অজস্র পথ নিয়েছে, তারই একটি ভাগবতদের এই মিথ্যাচার।

অশান্তি মানেই অমঙ্গল নয়। শাসক শ্রেণির কাছে যা অশান্তি, শোষিত মানুষের কাছে তা মুক্তির পথের সন্ধান। শাসক শ্রেণি এবং তার দালালরা চিরকালই মানুষের মুক্তির সন্ধানে যে কোনও লড়াইকে অশান্তি বলে দাগিয়ে দিতে চায়। অশান্তি অশান্তি বলে অবিরাম প্রচার করতে থাকে— ঠিক যেমনটি ভাগবত করেছেন। কিন্তু দেশের শোষিত মানুষ এই ধরনের প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

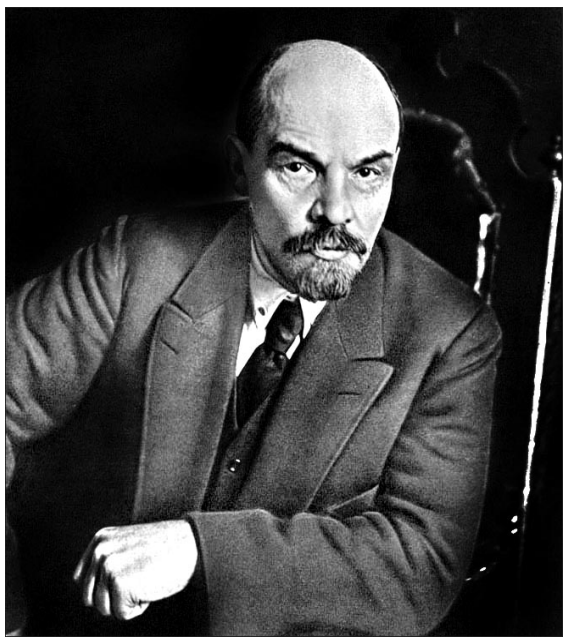

মার্ক্সবাদের তিনটি উৎস ও অঙ্গ

ভি আই লেনিন

“সমস্ত সভ্য দুনিয়ায়, সরকারি ও উদারনৈতিক— উভয় প্রকার বুর্জোয়া বিজ্ঞানের কাছেই মার্ক্সের শিক্ষা চরম ঘৃণা ও শত্রুতার বিষয়। এরা মনে করে, মার্ক্সবাদ একটা ক্ষতিকারক বিষাক্ত মতবাদ। এদের কাছে অন্য কোনও মনোভাব আশাও করা যায় না। কারণ, শ্রেণিসংগ্রামকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজে নিরপেক্ষ সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কোনও না কোনও ভাবে, সমস্ত রকমের সরকারি ও উদারনৈতিক বিজ্ঞান মজুরি-দাসত্বের পক্ষেই দাঁড়ায়। আর মার্ক্সবাদ এই দাসত্বের বিরুদ্ধে বিরামহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পুঁজির মুনাফা কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো উচিত কি না— এই প্রশ্নে মালিকের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা যেমন আশা করা যায় না, তেমনি মজুরি দাসত্বের সমাজেও নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের আশা করা নির্বোধ সারল্য ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু এটাই সব নয়। দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাস একেবারে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে, মার্ক্সবাদে এমন কিছু নেই, যাকে বলা যাবে ‘সংকীর্ণতাবাদ’। কথাটা এই অর্থে বুঝতে হবে যে, মার্ক্সবাদ কোনও গোঁড়া, নিষ্প্রাণ ও নিশ্চল মতবাদ নয়, এ এমন কোনও মতবাদ নয়— বিশ্বসভ্যতার বিকাশের রাজপথ থেকে অনেক দূরে যার সৃষ্টি হয়েছে। বরং মার্ক্সের প্রতিভা এটাই যে, মানবসমাজের সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তাবিদরা যে সব প্রশ্ন আগেই তুলে গিয়েছিলেন, মার্ক্স সে সবের যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। দর্শন, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মহান চিন্তানায়কদের শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই মার্ক্সের মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

মার্ক্সবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য। সর্বব্যাপক ও সুসমঞ্জস এই দর্শন মানুষকে দেয় একটি অখণ্ড বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, যা কোনও ধরনের কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া বা বুর্জোয়া নিপীড়নের সাথে কোনও রকম আপস করে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যা মূর্ত হয়েছে জার্মান দর্শন, ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ও ফরাসি সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে, মার্ক্সবাদ তার ন্যায্য উত্তরসূরী।”

দ্বিতীয় জিমারওয়াল্ড সম্মেলনে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

সাম্রাজ্যবাদীদের বাজার দখলের দ্বন্দ্বে ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ নেতা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি পরিত্যাগ করে নিজের নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে এবং যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে ভোট দিয়ে সর্বহারা শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাসত্বের পরিচয় দিলেন। ১৯১৫ সালে যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীরা আগামী কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য সুইজারল্যান্ডের জিমারওয়াল্ডে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। লেনিন সেখানে সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সুবিধাবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। দাবি করেন, সমাজতন্ত্রীরা যেন যুদ্ধ-ঋণের বিরুদ্ধে ভোট দেন এবং নিজের নিজের দেশে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহযুদ্ধে পরিণত করেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ‘তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়েছে’ বলে তা ভেঙে দিয়ে নতুন তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। লেনিনের দেখিয়ে যাওয়া এই বিপ্লবী লাইন স্মরণ করতে ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ইউনাইটেড ফ্রন্ট এগেনস্ট ফ্যাসিজম, ওয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডেসট্রাকশন’ (ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধ ও পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্ত ফ্রন্ট), জার্মানিতে যার সদর দফতর, গত ৬-৭ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডের জুরিখে দ্বিতীয় জিমারওয়াল্ড সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ৩২টি দেশের ৪০৩ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন, ৯৫ জন সশরীরে এবং ৩০৮ জন অনলাইনে। এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী এই সম্মেলনে যোগ দেন।

সাংবাদিক পিটার নোওয়াক তাঁর স্বাগত ভাষণে লেনিন ও বলশেভিকদের নেতৃত্বাধীন ‘জিমারওয়াল্ড লেফট’ গোষ্ঠীর ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় শ্রমিক শ্রেণিকে তার নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে পরাজিত করার জন্য কাজ করতে হবে এবং নিজের দেশের পুঁজিবাদী শাসককে উচ্ছেদ করতে সেই যুদ্ধকে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে পরিবর্তিত করতে হবে— লেনিনের এই শিক্ষাকে তিনি তুলে ধরেন। নভেম্বর বিপ্লবে লেনিনের এই শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল এবং এই শিক্ষা হাঙ্গেরি, জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। বর্তমান সময়ে জিমারওয়াল্ডের শিক্ষা হল, ‘পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যেকার দ্বন্দ্বে শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের কোনও পক্ষেরই পাশে থাকবে না, তাদের কর্তব্য পুঁজিবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রেণিসংগ্রাম শুরু করা’। রাজনৈতিক দল এমএলপিডি-র প্রধান, জার্মানির গ্যাবি ফেচনার তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন, জিমারওয়াল্ডের শিক্ষা তুলে ধরে যারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে লড়ছে, এই সম্মেলন সেই শক্তিগুলিকে নিয়ে। এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন লেনিনবাদী শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

সম্মেলনে প্রতিনিধিদের একাংশ। (ডান দিকে) ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী

‘সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং জনসাধারণের প্রতিরোধ’ শীর্ষক আলোচনার অন্যতম প্রধান বক্তা অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী বলেন, এসইউসিআই(সি)-র প্রতিষ্ঠাতা ও এ যুগের অন্যতম প্রধান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ৬০ বছরেরও বেশি সময় আগে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন যে, এ কথা ঠিকই যে স্ট্যালিন নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অগ্রণী ভূমিকার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তি পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়নি। উন্নত হোক বা অনুন্নত, প্রতিটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে ফ্যাসিবাদ আজও টিকে রয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক ভাবেই ফ্যাসিবাদ হল প্রতিবিপ্লবের একটি রূপ, বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখতে পুঁজিবাদ যার মধ্যে আশ্রয় নেয়। ফ্যাসিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন, রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীকরণ এবং কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি, যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটির অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। কমরেড ঘোষ আরও বলেছিলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের আলখাল্লা গায়ে চাপানো গণতান্ত্রিক চেহারার ফ্যাসিবাদ হল সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর। অধ্যাপক মুখার্জী জোর দিয়ে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জায়নবাদী ইজরায়েল, ভারত, বাংলাদেশ সহ বর্তমান বিশ্বের দেশে দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রতাপ বাড়ছে। কিন্তু কালো মেঘের আড়ালে রূপালি রেখার মতো উঁকি দিচ্ছে জনসাধারণের প্রতিরোধ আন্দোলন। উদাহরণ হিসাবে ভারতে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী আন্দোলনের উল্লেখ করা যায়, যা কৃষকবিরোধী আইন প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। পুঁজিবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকৌশল, ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ প্রতিরোধে দেশে দেশে কমিউনিস্টদের কেন্দ্রে রেখে সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তিগুলির বৃহত্তর মঞ্চ গড়ে তোলা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন।

সম্মেলনের প্রতিটি সেশন প্রতিনিধিদের প্রাণবন্ত আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বক্তারা জোরের সঙ্গে বলেন, নতুন করে বিশ্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমে তীব্র হচ্ছে। চিনের প্রতিনিধি, চিনের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী)-র সদস্য চিনকে একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ভাবে চিনও একটি সাম্রাজ্যবাদী জোট গঠন করেছে। রাশিয়ার প্রতিনিধিও একই ভাবে সে দেশের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সমালোচনা করেছেন। লেনিনের সমসাময়িক, জার্মানির সংগ্রামী কমিউনিস্ট নেতা কার্ল লিবনেখটের অস্ট্রিয়াবাসী দৌহিত্রী এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

সম্মেলনের শেষে, প্রতিটি বিষয় নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের খুঁটিনাটি আলোচনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে ২০ পয়েন্টের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আনন্দের বিষয়, অধ্যাপক মুখার্জী তাঁর আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে মূল যে তিনটি পয়েন্ট

সাতের পাতায় দেখুন

নেতানিয়াহুকে নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা ভারতবাসীর লজ্জা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাহেবের উচ্চকিত প্রশংসা করার পর এ বার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর উচ্চকিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু কেন? কী এমন মহান কাজ ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু করে ফেললেন যে, তাঁদের প্রশংসায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী এত দরাজ হয়ে পড়লেন?

৮ অক্টোবর প্যালেস্টাইন এবং ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির জন্যই প্রধানমন্ত্রীর এই দরাজ প্রশংসা। এর আগে মোদি প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি প্রস্তাবেরও। কিন্তু, শান্তি প্রস্তাব, যুদ্ধ বিরতি এগুলো প্রযোজ্য তো হয় যুদ্ধরত দুই দেশের ওপর। অথচ, প্যালেস্টাইনে ইজরায়েল যা করেছে তাকে তো কোনও মতেই যুদ্ধ বলা যায় না। সেখানে চলেছে একতরফা গণহত্যা। তা বন্ধে প্রকৃত প্রস্তাব কী হওয়া উচিত! গোটা দুনিয়ার মানুষ জানে সেই প্রস্তাব হওয়া উচিত— পালেস্তাইনে শান্তি আনতে এই মুহূর্তে ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের ভূমি থেকে সরে যাক। শান্তি মিলতে পারে একমাত্র তখন, যখন আমেরিকা ও তার দোসর সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা গণহত্যার কাজে ইজরায়েলকে ইন্ধন দেওয়া বন্ধ করবে। এটাই হতে পারে প্রকৃত শান্তি প্রস্তাব। ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন চুক্তি হওয়া দরকার দ্বি-রাষ্ট্র নীতির ভিত্তিতে। তাতে প্যালেস্টাইনের দখল করা অংশ এখনই ছেড়ে দিয়ে নিজের গণ্ডিতে ফিরে যেতে বলতে হবে ইজরায়েলকে।

২৯ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে যে ২০ দফা 'শান্তি প্রস্তাব' এনেছেন তাতে এই কথাগুলো কোথাও নেই। ৮ অক্টোবর ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাপন্থী সংগঠন হামাসের মধ্যে 'সিজ ফায়ার' (যুদ্ধ বিরতি) চুক্তি কার্যকর হয়েছে। এই অনুসারে হামাস তাদের হাতে থাকা ৪৮ জন ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দেবে, পরিবর্তে ইজরায়েল ২৫০ জন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দি এবং সাম্প্রতিক সংঘর্ষে ১৭০০ ধৃত পালেস্টাইনিকে মুক্তি দেবে। এই প্রাথমিক যুদ্ধ বিরতির কাজ শুরু হলেও ইজরায়েলের হাতে গাজা ভূখণ্ডের ৫৩ শতাংশের নিরঙ্কুশ দখল থেকেই যাচ্ছে। ট্রাম্প-প্রস্তাবের দ্বিতীয় দফায় এই দখল কমানোর প্রস্তাব থাকলেও প্যালেস্টিনিয় মানুষের আশঙ্কা, যে ভাবে গাজাকে অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও 'সন্ত্রাস মুক্ত' করার নামে হামাসকে পুরোপুরি অস্ত্র ত্যাগ করতে ও সংগঠন ভেঙে দিয়ে তাদের সদস্যদের গাজা ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে, তাতে ইজরায়েলের মিলিটারি তাকত অটুট থাকলেও প্যালেস্টাইনের জনগণের নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকারটুকুও চলে যাবে। ১৩ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইজরায়েলের সংসদে ভাষণ দেওয়ার পর ইজরায়েল সহ নানা দেশের কর্তাদের নিয়ে মিশরের শর্ম আল শেখে প্যালেস্টাইনের শান্তি বিষয়ে সভা করলেও প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি তাতে নেই। কী অদ্ভুত শান্তি-প্রস্তাব! এর পর শান্তিচুক্তি রূপায়ণের যে ধাপ আসবে তাতে গাজা ভূখণ্ড তথা প্যালেস্টাইনের শাসনভার যাবে ট্রাম্প এবং ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বে একটি কমিটির হাতে। তাতে কিছু প্যালেস্টিনীয় প্রযুক্তিবিদ এবং আমলা থাকলেও সে দেশের পক্ষে নীতি নির্ধারক কোনও রাজনৈতিক প্রতিনিধি থাকবে না। এ ছাড়া প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড অবৈধভাবে দখল করা, এবং ইজরায়েলের গণহত্যাকারী শাসকদের কোনও শাস্তি হবে না। প্যালেস্টাইনের ওপর চলা গণহত্যাটা যেন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার! ফলে, হামাস জানিয়ে দিয়েছে অন্য শর্ত মানলেও অস্ত্র ত্যাগ এবং প্যালেস্টাইনের ভূমিতে তাদের কার্যকলাপ গুটিয়ে নেওয়ার শর্ত তারা মানবে না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প থেকে শুরু করে তাঁর সহযোগী নানা দেশের প্রধানরা এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ভাব দেখাচ্ছেন— প্যালেস্টাইনের সমস্যা হল 'সন্ত্রাসবাদ'! তার থেকে মুক্ত করেই নাকি গাজাবাসীর উপকার করছেন তাঁরা? অথচ, সমস্যাটা ঠিক কী? প্যালেস্টাইনের মানুষ বহু শতাব্দী ধরে যে ভূমিতে বাস করে আসছেন, তার ওপর ১৯৪৮-এ ইজরায়েলকে চাপিয়ে দিয়েছে ব্রিটেন সহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। ইহুদি জনগোষ্ঠীর ওপর হিটলারি বাহিনীর নির্যাতন অর্থাৎ হলোকাস্ট ঘটেছিল ইউরোপে, প্যালেস্টাইন সহ এশিয়ার কোথাও নয়। কিন্তু ইহুদিদের প্রতি ন্যায় বিচারের নামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ দ্বারে নিজেদের একটি 'ফ্রন্ট অফিস' রাখার পরিকল্পনায় ইজরায়েলকে সৃষ্টি করে। হলোকাস্ট ইউরোপে হলেও তারা ইউরোপের কোথাও এই রাষ্ট্রকে জায়গা দেয়নি। সেই সময়েই দাবি ছিল ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন দুটি রাষ্ট্রের সীমান্ত স্পষ্ট ভাগ করতে হবে। কিন্তু মার্কিন শাসকদের মদতে ইজরায়েল দিনের পর দিন প্যালেস্টাইনের ভূমি দখল করে চলেছে। গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক উভয় ভূখণ্ডেই তারা প্যালেস্টিনিয়দের হঠিয়ে বেআইনি দখলদারি চালাচ্ছে দীর্ঘদিন। মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি তিন ধর্মের মানুষের কাছেই পবিত্র স্থান জেরুজালেমে ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন উভয়ের অধিকার আছে। কিন্তু মার্কিন শাসকরা এই ঐতিহাসিক শহরকে পুরোপুরি ইজরায়েলকে উপহার দিতে অনেক বার চেষ্টা করেছে। কোণঠাসা প্যালেস্টাইনের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতিবাদ করেছে। স্বাধীনতা এবং পৃথক রাষ্ট্রের ন্যায্য দাবির সমর্থনে তারা লড়াই শুরু করেছে। মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রবল শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তারাও অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে। একটা দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অসম লড়াই যখন চালায় তাকে আর যাই হোক সন্ত্রাসবাদ বলা চলে না। বাস্তবে ইরাক, সিরিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যে আইসিস, আল কায়দা, আল নুসরা ইত্যাদি যত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তাদের কোনও না কোনও ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে মার্কিন শাসকরা। ফলে তারা কোনও এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে উদগ্রীব এটা ডাহা মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। বরং তারা ইজরায়েলের গণহত্যা ও চরম সন্ত্রাসের প্রধান মদতদাতা হয়েই কাজ করে চলেছে। মার্কিন শাসকরা ভুলিয়ে দিতে চাইছে যে প্যালেস্টাইন সমস্যার আসল সমাধান আছে দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন এবং প্যালেস্টাইনের মানুষকে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে। এই কাজটা করতে নারাজ ইজরায়েল এবং আমেরিকা উভয়েই। তা হলে গণহত্যার প্রধান কারিগর নেতানিয়াহু এবং তার পৃষ্ঠপোষক ট্রাম্পকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানালে তা এ দেশের জনগণের পক্ষে সম্মানের হয় কি? নরেন্দ্র মোদিরা অবশ্য আরএসএস-এর পাঠশালায় স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করতে শেখেননি। নিজের দেশেই তাঁর সংগঠন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। তাই তিনি অন্য দেশের স্বাধীনতার মূল্য কেমন করে বুঝবেন! প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল সমস্যা শুরুর সময় সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতীয় জনগণের সমর্থন প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার প্রতিই থেকেছে। পরবর্তীকালেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতীয় জনগণ ইজরায়েলের দখলদারির বিরুদ্ধেই মত দিয়েছেন। ফলে ভারত সরকারকেও প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। অবশ্য এখন বিজেপি সরকারের প্রধান চিন্তা ইজরায়েলে ভারতীয় অস্ত্র কোম্পানিগুলির ব্যবসা নিয়ে। একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় অস্ত্র ব্যবহার করে ইজরায়েল যে ভাবে গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে তাতে এই গণহত্যার দোসর হিসাবে ভারতও অভিযুক্ত তালিকার বাইরে থাকতে পারে না। কিন্তু নেতানিয়াহু-নরেন্দ্র মোদিরা জানেন, বিশ্বে এখন যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই। গণহত্যার বিরুদ্ধে যতই বিক্ষোভ হোক, আন্তর্জাতিক বিচারালয় যতই নেতানিয়াহু এবং তার সহযোগীদের গণহত্যার দায়ে অপরাধী বলুক, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের অভাবে কার্যকরী প্রতিরোধ কেউ করতে পারবে না। কিন্তু তাঁরা একটা হিসাব কষেননি— দেশে দেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে যে প্রবল বিক্ষোভ আছড়ে পড়েছে তার অভিঘাত সরকারগুলোর ওপর পড়বেই। বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, চিকিৎসকদের নেতৃত্বে সম্প্রতি যে 'গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা' ত্রাণের সম্ভার নিয়ে সমুদ্রপথে গাজা অভিমুখে যাত্রা করেছিল তাকে ইজরায়েল আটকে দিলেও এর মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে যে সরকারগুলো প্যালেস্টাইনের শোচনীয় দুর্দশা দেখেও নীরব দর্শক হয়ে বসেছিল, তারা অনেকেই প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। খোদ আমেরিকার বুকেও যে ভাবে ইজরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বারবার আছড়ে পড়েছে স্বৈরাচারী ডোনাল্ড ট্রাম্পও তাকে অস্বীকার করতে পারেন না। ফলে তিনি এখন প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের ভান করছেন শান্তি প্রস্তাবের ছলে। বাস্তবে তাঁর শান্তি প্রস্তাব প্যালেস্টাইনের জনগণের কাছ থেকে তাদের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিয়ে নতুন করে জটিল সমস্যার জন্ম দেবে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করতে ট্রাম্প সেটাই চাইছেন। তাই গণহত্যার জন্য ইজরায়েলের শাস্তি, প্যালেস্টাইন থেকে ইজরায়েলের সম্পূর্ণ অপসারণ, দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের পদক্ষেপ করা এর কোনওটিই মার্কিন শাসকরা চাইছে না।

ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য এই পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহুর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসাবাণীর দৌলতে বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চোখে এ দেশের মানুষের ওপর 'গণহত্যার সমর্থক' হওয়ার লজ্জাজনক তকমা লাগবে। যা দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়।

মৈপীঠে আলোচনা সভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (সি)-র মৈপীঠ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণআন্দোলন শক্তিশালী করতে ১০ অক্টোবর রাজনৈতিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস সৌরভ মুখার্জী ও নন্দ পাত্র এবং বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

এআইডিএসও-র রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

উত্তরপ্রদেশে এআইডিএসও-র এলাহাবাদ ইউনিট ১১ অক্টোবর একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করে। সমাজের উন্নতি ঘটাতে গেলে বিপ্লবী ও মনীষীদের জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন হয় কি না, বিপ্লবী জীবন কী, বিপ্লবী জীবনই কেন মর্যাদাময়— এই তিনটি প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষাশিবিরে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নগুলি নিয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। পরে প্রধান বক্তা, এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি কমরেড সৌরভ ঘোষ আলোচনা করেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাহী সদস্য মিথিলেশ ভক্ত, বিকাশ কুমার মৌর্য, সূর্যোদয়, আকাশ শর্মা, অনুজা, দিব্যা, বিতিকা, সঙ্গীতা, নিধি শর্মা, জৈনম, রাধাবল্লভ, হিমাংশু মৌর্য, অনুভব, দিবাকর, অনকূল, সন্দীপ, অমিত, গৌরব, আবুকেস প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশে জমি অধিগ্রহণ, কৃষক বিক্ষোভ

অন্ধ্র প্রদেশের সত্যসাই জেলার প্রায় ২৩ হাজার একর জমি কৃষকদের থেকে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে বিজেপির এনডিএ জোটসঙ্গী তেলুগু দেশম সরকার। এর জন্য তারা কিছু কৃষককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিল। ফলে কোনও কোনও জমিকে অনুর্বর বলে কৃষকদের বোঝাচ্ছিল সরকারি অফিসাররা। এ আই কে কে এম এস নেতৃত্ব এর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিয়ে বৈঠক করেন। সংগঠন চালিভিন্দুলা, কোন্দুরু, চিলামাথুর, বীরপূরম ইত্যাদি গ্রামে কৃষকদের দেখিয়ে দেয়, শুধুমাত্র টাকার লোভে জমি দিয়ে দিলে তাঁদের জীবন-জীবিকার স্থায়ী এবং অপূরণীয় ক্ষতি হবে। সরকারের আসল উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেয় সংগঠন।

৬ অক্টোবর কৃষকরা এআইকেকেএমএসের নেতৃত্বে মালুগুরু, চালিভিন্দুলা, রচাপল্লি এবং কোন্দুরু এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁদের প্রতিরোধে জমি অধিগ্রহণ দফতরের আধিকারিকরা ফিরে যেতে বাধ্য হন।

উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত মানুষকে সাহায্য করতে এআইইউটিইউসি-র হাওড়া গ্রামীণ জেলা শাখার উদ্যোগে ১১ অক্টোবর উলুবেড়িয়াতে ত্রাণ সংগ্রহ

ভোপালে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

'মধ্যপ্রদেশ বিজলি উপভোক্তা অ্যাসোসিয়েশন'-এর ডাকে রাজ্যের প্রায় ৩০টি জেলার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ৬ অক্টোবর ভোপালে বিক্ষোভ দেখান। বিদ্যুতের চড়া বিল ও প্রিপেড স্মার্ট মিটার লাগানোর সরকারি নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হন। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাকেশ মিশ্র ও নরেন্দ্র সিংহ ভদৌরিয়া। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন লোকেশ শর্মা। প্রধান বক্তা ছিলেন রচনা অগ্রওয়াল। সমাবেশ থেকে অবিলম্বে স্মার্ট মিটার বসানোর নীতি বাতিল, ইতিমধ্যে বসানো স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়া সহ ৯ দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কাশির সিরাপ খেয়ে শিশুমৃত্যুতে কঠোর শাস্তির দাবি
মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ এস ইউ সি আই (সি)-র

মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া জেলায় বিষাক্ত কাশির সিরাপ খেয়ে বহু শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা করার দাবিতে ভোপালে বিক্ষোভ দেখাল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)।

৮ অক্টোবর ভোপালের বরখেড়ি চৌরাস্তায় বিক্ষোভে দলের ভোপাল জেলা সম্পাদক কমরেড মুদিত ভাটনগর বলেন, রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি সরকারের সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীদের যোগসাজশের কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। অধিক মুনাফার লালসায় বেসরকারি ওষুধ কোম্পানি মধ্যপ্রদেশে এই বিষাক্ত ওষুধ বেচতে পারছে বিজেপি সরকারের প্রশাসনকে হাত করে। অন্য রাজ্যে এই ওষুধ নিষিদ্ধ করার পরেও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি তা বিক্রি করতে দিয়েছে। এর জন্য দায়ী মন্ত্রীর পদত্যাগ, অফিসারদের শাস্তি ও অসাধু ওষুধ কোম্পানির লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানিয়েছে দল (ছবি ঃ গোয়ালিয়র)।

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায়
সাহায্যের হাত এআইডিএসও-র

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু মানুষ। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি— এই চারটি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ২৮ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই অকাল বন্যায়। বন্যাপীড়িত মানুষকে জীবনের ছন্দে ফিরতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। ত্রাণসামগ্রী নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে পৌঁছে গিয়েছেন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা।

সংগঠনের ডাক্তারি ছাত্ররা শুরু করেছেন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির। বন্যায় ভেসে যাওয়া শিক্ষা সামগ্রী ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে দিতে গোটা রাজ্য থেকে শিক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ করছেন সংগঠনের কর্মী বাহিনী। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামত করতে হাত লাগিয়েছেন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা।

পুরুলিয়ায় দাবি আদায় করলেন কৃষক-খেতমজুররা

মদ ও মাদক দ্রব্য বন্ধ, ১০০ দিনের কাজ চালু ও ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি এবং বান্দোয়ান ব্লকে কোনও সরকারি স্কুল বন্ধ করা চলবে না— এই দাবিতে ৮ অক্টোবর এআইকেকেএমএস পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ব্লক অফিসে অনির্দিষ্টকাল অবস্থান-বিক্ষোভের ডাক দেয়।

আন্দোলনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৫ শতাধিক কৃষক-খেতমজুর অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১১টা থেকে অবস্থান চলতে থাকে। বেলা ৪টের পরে বিডিও বলেন, দাবি মেনে নেওয়া হবে আপনারা অবস্থান তুলে নিন। সমবেত কৃষক-খেতমজুররা

বলেন আপনাকে অবস্থানস্থলে এসে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ কথা বলতে হবে। বিডিও আবগারি দপ্তরের আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে অবস্থানস্থলে এসে মাইকে দাবি মেনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং লিখিত প্রতিশ্রুতির কপি কৃষক প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেন।

তিনি বলেন, এখনই আপনাদের সামনেই মদের ঠেক ভাঙার জন্য আমরা পুলিশ ফোর্স পাঠাচ্ছি। আরও বলেন, বান্দোয়ান ব্লকে কোনও সরকারি স্কুল তুলে দেওয়া হবে না। আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ১০০ দিনের কাজ চালু করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দাবি জানিয়ে মেল করা হয়েছে, অতি দ্রুত ১০০ দিনের কাজ চালু করা হবে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রঙ্গলাল কুমার বলেন, লিখিত প্রতিশ্রুতি মতো দাবি মানা না হলে অতি দ্রুত আমরা বৃহত্তর প্রতিরোধ আন্দোলন করতে বাধ্য হব। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের ব্লক সভাপতি মধুসূদন কর্মকার ও সম্পাদক স্বপন মাহাতো।

শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহের দাবি

একের পাতার পর

যেমন, দার্জিলিং জেলার সুকিয়াপোখরির মতো অঞ্চলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেশ কয়েকটি স্কুল ভবন সম্পূর্ণভাবে ধসে গেছে বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও, নাগরাকাটার বামনডাঙা ও চ্যাংমারি, ধূপগুড়ির গধেয়াকুঠি ও বগরিবাড়ি এবং ময়নাগুড়ির চারেবাড়ি ও আমগুড়ি অঞ্চলের স্কুলগুলি সহ আরও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্যায় গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পরীক্ষা, ডিসেম্বরে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা। এই চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে, ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিম্নলিখিত জরুরি পদক্ষেপগুলি দ্রুত গ্রহণের জন্য আমরা আপনার নিকট দাবি জানাচ্ছি—

১। বিপর্যস্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।

২। বন্যাদুর্গত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত রকম ফি মকুব করতে হবে।

৩। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল ভবনগুলিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দ্রুততার সাথে স্থায়ীভাবে পুনর্নির্মাণ ও মেরামতি করে পঠন-পাঠনের উপযোগী করে তুলতে হবে।

৪। ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতিপূরণ এবং শিক্ষাজীবন পুনরায় শুরু করার জন্য অবিলম্বে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে।

আশা করছি, উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন সুনিশ্চিত করতে আপনি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

পাঠকের মতামত

বৈষম্যের নতুন নজির

‘কোনও পুরুষ শিক্ষক মেয়েদের স্কুলে পড়াতে পারবেন না’। না, এটা আফগানিস্তানের তালিবানি শাসনের ফতোয়া নয়, এই নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের। ভারতবর্ষের নবজাগরণের অন্যতম দুই পথিকৃৎ রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মভূমিতে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন তার শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির সপ্তম পৃষ্ঠায় বলেছে— কোনও গার্লস স্কুলে কোনও পুরুষ শিক্ষককে চাকরির সুপারিশপত্র দেওয়া হবে না।

যাঁরা এই নিয়ম বানিয়েছেন, তাঁরা হয়তো ভুলে গেছেন, শিক্ষক পুরুষ না মহিলা, সেটা মুখ্য নয় বরং পুরুষ ও মহিলা টিচার দু’জনের উপস্থিতিই শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে ভারসাম্য আনে। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ভাইগটস্কি বলেছিলেন, “শিখন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া” অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিখন পদ্ধতি সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। পুরুষ ও মহিলা উভয় লিঙ্গের শিক্ষক থাকলে এই সামাজিক অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়।

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিক্ষা হল সামাজিকীকরণের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। এখানে নারী-পুরুষ উভয় শিক্ষকের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের শেখায় যে, জ্ঞান অর্জন এবং বিতরণে লিঙ্গভেদ নেই। এটি ছোটবেলা থেকেই লিঙ্গভিত্তিক ছকে বাঁধা মানসিকতা ভাঙতে সাহায্য করে যা তাদের ভবিষ্যতে কর্মজীবন ও সামাজিক জীবনে সমান সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইউনেস্কো-র রিপোর্টে উল্লেখই আছে, পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক উভয়েই থাকলে শিক্ষার্থীদের সামাজিক, মানসিক ও আবেগীয় বিকাশে সহায়ক হয়। এনসিআরটি-র নীতিমালায় টিচার নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আবার মেয়েদের স্কুলে পুরুষরা শিক্ষকতা করলে তা যদি মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার কারণ বলে শিক্ষাদপ্তর মনে করে তাহলে একবার ভেবে দেখুন তো এই যুক্তি একজন পুরুষের পক্ষে কতটা অবমাননাকর! একজন পুরুষ শিক্ষক মানেই ছাত্রীদের পক্ষে বিপজ্জনক এটা কতটা রুচিশীল চিন্তা? ভারতবর্ষে এমন কোনও সরকারি তথ্য নেই যেখানে বলা আছে মেয়েদের উপর ঘটা সমস্ত অপরাধ শুধু স্কুলেই হয় এবং তার জন্য দায়ী কেবলমাত্র পুরুষ শিক্ষকরাই। বরং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র তথ্য বলছে ২০২১ সালে ভারতে ৩১,৬৭৭টি ধর্ষণের মামলা রেকর্ড করা হয়েছে, যা প্রতিদিন গড়ে ৮৬টি মামলা। এর মধ্যে প্রায় ৮৯ শতাংশ ধর্ষণ ঘটেছে পরিচিতদের দ্বারা। প্রশ্ন হল, এই পরিচিতদের সবাই কি শিক্ষক?

ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ এবং তার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত অবক্ষয়ী নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি একজন নারীকে কেবলমাত্র ভোগের বস্তু হিসাবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি যা মেয়েদের জীবনকে প্রত্যেক মুহূর্তে দুর্বিষহ করে তুলেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই না করে, শুধুমাত্র শিক্ষকদের পড়ানোর ওপর যে শর্ত শিক্ষা দপ্তর চাপিয়েছে তা দিয়ে কি মেয়েদের ওপর ঘটে চলা অপরাধ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে? সহজ উত্তর— না। তা হলে এ হেন নিদানের অর্থ কী?

মাথা যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা রোগীকে মাথা বাদ দেওয়ার নিদানের সাথে এই নির্দেশিকার কোনও মৌলিক পার্থক্য আছে কি? শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক ঘোষিত এই নিয়ম যদি অনেকদিন ধরে চলেও আসে পুনরায় তাকে মান্যতা দেওয়া তো রাষ্ট্রের কাজ হতে পারে না। কোনও কিছু দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মানেই তা ন্যায়সঙ্গত বা সঠিক, এমনটা নয়। বরং, সমাজের অগ্রগতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় পুরনো প্রথাগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা উচিত।

আবার ভারতের সংবিধানের ‘ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি’ কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনের যে কথা বলে তার অন্যতম উপাদান হল বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। ছোট থেকেই শিশুদের মনে লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ বপন করে আবার তাদের দিয়েই ভবিষ্যতে বৈষম্যহীন সমাজ সৃজনের স্বপ্ন সোনার পাথরবাটির মতো নয় কি? নবজাগরণ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ঘাঁটি এই বাংলায় শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক এরূপ পশ্চাদবর্তী নির্দেশনা— ‘আজ বাংলা যা ভাবে, কাল গোটা ভারতবর্ষ তাই ভাববে’ এই গরিমাকেও কি ম্লান করে দিল না?

সৌজন্য চ্যাটার্জী, গুপ্তিপাড়া, হুগলি

গো-মূত্রে মুক্তি!

রাজস্থানের জয়পুরে গত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চার দিনের গৌ-মহাকুম্ভ। সেখানে পেশায় আইনজীবী, প্রদীপ্ত গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল বলে চলেছেন, কোন বোতলের দাম কত। বোতলগুলি মদের নয়, জলের নয়, দুধেরও নয়। তবে কীসের? এগুলি সঞ্জীবনী টনিক। কোন বোতলে কী রোগ সারে একনাগাড়ে বলে চলেছেন তিনি।

এই বোতলে ফ্যাটি লিভার সারে। একটি বোতল তুলে ধরে বললেন তিনি। আরেকটি বোতল তুলে ধরে বললেন, এটা অর্জুন অর্ক। হার্টের অসুখে যারা ভুগছেন, কিছুতেই সারছে না, ডাক্তার বলছেন— অপারেশন করতেই হবে, নির্দ্বিধায় তারা খেতে পারেন এই অর্জুন অর্ক।

এটা নির্গন্ধি অর্ক। হাড়ের ব্যথা সারে। এটা কিডনির রোগীদের জন্য— বরুণ অর্ক। সবগুলি ওষুধের একটাই উপাদান— গোমূত্র। সর্ব গুণে সমৃদ্ধ এমন উপাদান বিরল। একে ভিত্তি করেই ভারত সরকারের নয়া ওষুধনীতি— এক দেশ এক ওষুধ।

অনেক দোকান বসেছে মেলায়। অন্য এক দোকানে দেখা গেল, ভানু প্রকাশ শর্মা নামে এক ব্যক্তি বলছেন, আমি এক্সেলেন্ট রেজাল্ট পেয়েছি। আমার কিডনির অসুখ সেরে গেছে। এও দেখা গেছে যাদের ডায়ালাইসিস করতে হত নিয়মিত, তারাও গোমূত্রজাত এই ওষুধ খেয়ে সেরে উঠেছেন। তার সংযোজন, গোমূত্র শরীরকে পরিষ্কার করে, দূষণমুক্ত করে।

গোমূত্রে কী কী রোগ সারে— সে সম্পর্কে একটি প্রচার পুস্তিকাও বিলি করা হচ্ছে স্টল থেকে। ক্যান্সার, চর্মরোগ, স্ত্রীরোগ, অ্যাজমা, স্থূলতা, মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি। হার্টের সমস্যা, কিডনির সমস্যা ইত্যাদির কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র থেকে এই গো-মহা কুম্ভে এসেছেন শশীকান্ত পাওয়ার। বললেন তাঁর দোকানের বেশিরভাগ ওষুধ গোমূত্রে তৈরি। বেশির ভাগটাই বিক্রি হয়ে গেছে। এমনই চাহিদা!

বৈদিক প্লাস্টারের স্টল দিয়েছেন মনোজ ধুত। দোকানে ভালোই ভিড়। গোবরের সাথে চুন মিশিয়ে তিনি তৈরি করেছেন এই প্লাস্টার। ইমারতি দ্রব্য হিসেবে যার গুণ মান রয়েছে। এটা ব্যবহার করলে আর বালি সিমেন্ট লাগে না— বললেন তিনি।

গোবর থেকে তৈরি করা হচ্ছে রং। এটা পরিবেশ-বান্ধব বলে এর চাহিদাও বেশি। তিনি জোরের সাথে বলছেন, কবি কুমার বিশ্বাসের জৈব কৃষি ফার্ম কে বি কুটির নির্মাণের জন্য বৈদিক প্লাস্টার, বৈদিক রং তিনি সাপ্লাই করেছেন। এর মহিমা অপরূপ— এটা ব্যবহার করলে গরমে ঘরের তাপমাত্রা কমে, শীতে বাড়ে। মহাকুম্ভে আয়োজন করা হয়েছে সেমিনার। সেখানে চেন্নাই থেকে এসেছেন পঞ্চগব্য বিদ্যাপীঠমের গুরু কুলপতি নিরঞ্জন কে ভার্মা। তিনি সেমিনারে বললেন, সনাতনী চিন্তা এবং আধুনিক বিজ্ঞান একই পথে হাঁটতে পারে না। সনাতনী পথ হল উন্নয়নের, আধুনিক বিজ্ঞান ধ্বংসের। আধুনিক বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সনাতন ধ্বংস নয়, সৃষ্টির কথা বলে। তিনি বলেন, সৃষ্টির শুরুতে গোটা বিশ্ব ভগবান ব্রহ্মের কাছ থেকে আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞান নিয়েছিল। ইউরোপ আমেরিকার তত্ত্ব পড়ে কেন সেখান থেকে সরে আসা— প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর আরও প্রশ্ন— বিভিন্ন উদ্ভিদের কেন বোটানিক্যাল নাম ব্যবহার করা হবে? আয়ুর্বেদিক নাম কেন ব্যবহার করা হবে না? তিনি বলেন এটা দুর্ভাগ্য যে, আজও আমরা মেকলের শিক্ষানীতি, টমাস বেবিংটনের শিক্ষানীতি নিয়ে চলি। এটা দুঃখের যে স্বাধীনতার ৮০ বছর পরেও শিক্ষায় আমরা গুরুকুল ব্যবস্থা আনতে পারলাম না। আগে গ্রামের বৈদ্যরা এত দক্ষ ছিল যে, কোনও হাসপাতালের প্রয়োজন হত না। কেউ অসুস্থ না হলে হাসপাতালের দরকার কী? পরিবার বাঁচানোর একটাই রাস্তা, তা হল গরু।

আধুনিক পর্যায় সারণির অসম্পূর্ণতা তুলে ধরে তিনি বলেন, গোমূত্রে যে মৌলগুলি রয়েছে আজও তা পর্যায় সারণীতে স্থান পেল না। তিনি বলেন, পৃথিবী তৈরি হয়েছে যে পাঁচটি যৌগ দিয়ে, তার সাথে মিশে থাকা খাদ আজও দূর করতে পারেনি আধুনিক বিজ্ঞান। প্রকৃতি এই ক্ষমতা একজনকেই দিয়েছে তিনি হলেন গরু। তিনি বলেন, ড্রেন থেকে ১০ লিটার জল তুলে নিয়ে তাতে আপনি হাফ লিটার গো-মূত্র মেশান। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই দেখবেন জল পুরোপুরি শুদ্ধ হয়ে গেছে, পানের যোগ্য হয়ে উঠেছে। কিছু লোক থাকে যারা প্রশ্ন করে, তর্ক করে। এমনই একজন ভার্মাজিকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি এটা পরীক্ষা করে দেখাতে পারবেন? তিনি রেগে গিয়ে বলেন, বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়নি যে গোমূত্রের গুণাগুণ বুঝতে পারে।

গো-মহাকুম্ভের আয়োজকদের এই বিজ্ঞান বিরোধিতার কারণ বোঝা দুষ্কর নয়। বিজ্ঞান শেখায় যুক্তি, আর যুক্তি নিয়ে চললে গোমূত্রের ব্যবসা এবং তাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার চলবে কী করে? তাই এরা বিশ্বাসের পূজারী, বিজ্ঞানের চরম বিরোধী।

শুধু এই গো-মহাকুম্ভের আয়োজকরাই নন, বিজেপি ও সংঘ পরিবার গোমূত্রের ওষধি-গুণের একরোখা প্রচারক। কিন্তু বিজ্ঞান অ-পরীক্ষিত, এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস-নির্ভর, মনগড়া তত্ত্বকে গুরুত্ব দেয় না। ২০২০ সালে পাঁচ শতাধিক বিজ্ঞানী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে দাবি করেন, গোমূত্র নিয়ে এ সব প্রচার বন্ধ করার জন্য। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাঁদের কথায় কান দেয়নি। যদিও নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের মতো বিজেপি নেতারা অসুস্থ হলে গোমূত্রের বদলে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরই দ্বারস্থ হন। ফলে এবার মানুষকেই ঠিক করতে হবে, অসুস্থ হলে এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে যাবেন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন, নাকি দোকান থেকে গোমূত্র টনিক কিনে মুক্তির পথ খুঁজবেন। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য ওয়্যার ৫-৯-’২৫)

দার্জিলিংয়ে পিএমপিএআই-এর সভা

প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই)-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে সাংগঠনিক আলোচনা সভা এবং ক্যান্সার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হল ৯ অক্টোবর ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের কনফারেন্স হলে।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম। তিনি ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের উপর প্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠিত করে আন্দোলনের ডাক দেন। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপত্তা কি শুধু সরকারি রিপোর্টেই

একের পাতার পর

কয়েক গুণ বেড়েছে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। বেড়েছে নারী পাচার। শিশুরাও মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে ব্যাপক হারে। তাও যে পরিমাণ নির্যাতন বেড়েছে, নির্যাতনকারীদের শাসানির ভয়ে বা সামাজিক নানা কারণে তার সবটা নথিভুক্ত হয় না। ফলে অপরাধের প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি। চুরি, ছিনতাই বাড়লেও পুলিশ এফআইআর নেয় না। ধর্ষণের মতো ঘটনাতেও অভিযোগ না নিয়ে অভিযোগকারীকেই হেনস্থা করে। জয়নগরে নাবালিকার খুন-ধর্ষণের ঘটনায় দেখা গিয়েছিল কোন থানা অভিযোগ নেবে তা নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি। সাধারণ মানুষ হয়রানির ভয়ে থানাতেই যায় না। সে জন্যই বারবার স্থানীয় মাতব্বরদের সালিশির জোর বাড়ে। সালিশিতে অত্যাচারিতের পরিজনদের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হয়। তাতে নির্যাতন কমার বদলে বাড়ে। প্রশ্ন উঠছে, আর জি কর মেডিকেল কলেজ, কসবা ল কলেজ, দুর্গাপুরে মেডিকেল কলেজে একের পর এক ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহর হল কলকাতা! সারা দেশের হাল তবে কী!

রাজ্যগুলির দেওয়া পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এনসিআরবি রিপোর্ট তৈরি হয়। রাজ্য সরকার নিজেদের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ দেখাতে নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কি রাজ্যের তথ্যে স্ট্যাম্প লাগানো, নাকি তার সত্যতা যাচাই করা? সর্বক্ষণই তো যুযুধান দুই পক্ষের নেতাদের তরজায় কান পাতা দায় হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা চোখ বুজে রইল কেন?

এনসিআরবি-র রিপোর্টে রয়েছে, দেশে প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একটি করে অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে ২০২৩-এ। বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি। শিশুদের উপর অপরাধ ২০২২-এর তুলনায় ২০২৩-এ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু নির্যাতন যদি সত্যিই কম হয়, তবে তো আনন্দের কথা। কিন্তু গোটা দেশে অপরাধপ্রবণতা বাড়ল আর পশ্চিমবঙ্গে কমল কীসের ভিত্তিতে? পশ্চিমবঙ্গ তো দেশের বাইরে নয়, তা হলে কোন জাদুকাঠির ছোঁয়ায় পশ্চিমবঙ্গ চ্যাম্পিয়ন হতে পারল? তৃণমূল শাসনে কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চেতনার মান উন্নত হয়ে পড়েছে, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে গেছে, নারী-পুরুষ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, না কি মহিলাদের অধিকার বিষয়ে সমাজ জুড়ে সচেতনতা গড়ে তুলেছে, মহিলাদের সম্মান করতে শেখানো হয়েছে? সকলেই জানেন, এর কোনওটাই নয়। উল্টে বারেবারেই দেখা গেছে, শাসকের অভয়হস্ত রয়েছে দুষ্কৃতীদের মাথায়। তা হলে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপদতম শহর হয় কেমন করে?

ফলে এ প্রশ্ন না উঠে পারে না যে, দেশের বাকি রাজ্যগুলির পরিস্থিতি তা হলে কতটা ভয়াবহ! বিজেপির বহু বিজ্ঞাপিত 'বিকশিত ভারতে' উত্তরপ্রদেশ নারী নির্যাতনে শীর্ষে। মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র শিশু নির্যাতনে শীর্ষে। শিশু নির্যাতনে মাত্রার নিরিখে শীর্ষে আসাম। এই সবগুলিই বিজেপি শাসিত রাজ্য। বিজেপি নেতাদের নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নারী নির্যাতনে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির এগিয়ে থাকার অন্যতম কারণ। আর এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা এনসিআরবি-র সার্টিফিকেট বুকে ঝুলিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছেন। পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা বলেছেন, 'সারা বছর নজরদারি ও অপরাধ হলে কড়া হাতে মোকাবিলা করার কারণে কলকাতা নিরাপদতম।' যে কোনও সাধারণ মানুষই জানেন এ কথার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই! বিশেষ করে আর জি করের ঘটনায় রাজ্য সরকার ও তার প্রশাসনের ন্যক্কারজনক ভূমিকা দেখিয়ে দিয়েছে, সরকার-প্রশাসন কী ভাবে অপরাধীদের আড়াল করে। অভিযুক্ত শাসক-ঘনিষ্ঠ বা প্রভাবশালী হলে তো কথাই নেই, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, চাপে পড়ে পুলিশ কাউকে ধরলেও পরে প্রমাণের অভাবে তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এ ভাবে বেপরোয়া দুষ্কৃতীরাজ চলছে রাজ্য জুড়ে। দুষ্কৃতীদের কাজে লাগিয়ে তোলাবাজি, ধর্ষণ, খুন, অপহরণ, পাচার সহ নানা অপরাধমূলক কাজ চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে শাসক দল। ভোটে জিততে এই দুষ্কৃতীরাই তাদের ভরসা। সেই কারণেই নারী নির্যাতন বা অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করতে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সরকারকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় না।

সরকারের নারী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে একান্তই অবহেলার পাশাপাশি বর্তমান পুঁজিবাদী অবক্ষয়ী সমাজে ঘটে চলা নৈতিক অধঃপতন এই ধরনের অপরাধের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে সাহায্য করেছে। নৈতিক অবক্ষয় এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, দেখা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী নির্যাতিতার পূর্বপরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। বন্ধুরাও অনেকে নির্যাতনে সাহায্য করছে, এমনকি কোথাও কোথাও তারাও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

এনসিআরবি-র রিপোর্টে কলকাতা নিরাপদতম শহরের তকমা পাওয়ার পরে পরেই দুর্গাপুরে মেডিকেল ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনা দেখিয়ে দিল রাজ্যে নারী নিরাপত্তার বেহাল দশা। বুঝিয়ে দিল, অপরাধের সংখ্যা কম করে দেখিয়ে বা সরকারি রিপোর্টের সাফল্য তুলে ধরে রাজ্যের দুর্বিষহ অবস্থাকে আড়াল করা যায় না। এর দ্বারা শাসক দল তাদের সুশাসনের ড্রাম বাজাতে পারে, কিন্তু তাতে রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র বাড়ে না। এর জন্য চাই অপরাধ দমনে পুলিশ-প্রশাসনের তৎপরতা, দুষ্কৃতীদের মাথার উপর থেকে শাসক দলের নেতাদের অভয়হস্ত সরাতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক বিক্ষোভ। এর সাথে চাই, সমাজের রুচি-সংস্কৃতির অবনমন— যা এই ভয়ানক দুষ্কৃতকর্মের জন্ম দেয়— তার পাল্টা উন্নত রুচি সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য বিপুল উদ্যোগের জন্ম দেওয়া।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া পূর্ব লোকাল কমিটির প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড রামচন্দ্র শীল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। প্রথম জীবনে তিনি সামরিক বাহিনীতে চাকরি করতেন। এর আগেই তাঁর সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ হয় এবং কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন।

সামরিক বাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় সহকর্মীদের মধ্যে দলের আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করতেন। অবসরের পরে এলাকায় এসে তিনি দলের কাজে পুনরায় যুক্ত হন। এই সময়ে তিনি বিদ্যুৎ বিভাগে কাজ পেলে সেখানকার কর্মীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। পরে তিনি এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপন এলাকার সাধারণ মানুষ এবং দলের কর্মীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। দলের সমস্ত কর্মসূচিতেই তিনি অংশ নিতেন এবং একেবারে শয্যাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত গণদাবী পড়তেন ও বিক্রি করতেন। তিনি পরিবারের সকলকেই দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে দলের কর্মীরা এবং এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। কর্মীরা এবং এলাকার মানুষজন তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। স্থানীয় রঘুনাথ ক্লাবের সামনে তাঁর মরদেহ নিয়ে এলে দলের কর্মী-নেতারা এবং এলাকার মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে এবং সাধারণ মানুষ হারাল তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়জনকে।

কমরেড রামচন্দ্র শীল লাল সেলাম

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) -এর তপন লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড আনসারুল হক ক্যান্সার রোগে দীর্ঘ দিন ভোগার পর ৯ অক্টোবর সকালে ওয়ালিপাড়ায় নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

১৯৮৩ সালে প্রয়াত কমরেড গোপেশ মহন্ত এবং প্রণবেশ চৌধুরীর সাথে কমরেড আনসারুল হকের পরিচয় ঘটে। কমরেড গোপেশ মহন্তর সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি এসইউসিআই(সি)-র আদর্শ গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালে বালুরঘাট কলেজে পড়ার সময় তিনি এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন। আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও তিনি সাধ্যমতো সংগঠনের কাজ করেছেন। ২০১৬ সাল থেকে তিনি ক্যান্সারে ভুগতে শুরু করেন। অসুস্থতা নিয়েও তিনি সংগঠন ও কমরেডদের খোঁজখবর রাখতেন।

তপন লোকাল কমিটির পক্ষে তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জানান কমরেড বদিউল ইসলাম, জেলা কমিটির আহ্বায়ক কমরেড প্রভাস মণ্ডল সহ কমরেডস নন্দা সাহা, বাবলি বসাক, বীরেন মোহন্ত, কালীচরণ এক্কা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কমরেড আনসারুল হকের মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড আনসারুল হক লাল সেলাম

জিমারওয়াল্ড ঃ এসইউসিআই (সি)

তিনের পাতার পর

তুলেছিলেন, তার সব ক'টিই এই প্রস্তাবে যুক্ত করা হয়েছে।

মহান স্ট্যালিনের ভূমিকা সম্পর্কে এসইউসিআই(সি)-র বিশ্লেষণ নিয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের বিপুল আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'ওপেন লেটার টু ক্রুশ্চেভ' (ক্রুশ্চেভকে খোলা চিঠি) পুস্তিকা এবং কমরেড প্রভাস ঘোষের লেখা 'অন স্ট্যালিন' (স্ট্যালিন প্রসঙ্গে) বইয়ের সব ক'টি কপিই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ইটালি থেকে আসা এক প্রতিনিধি অধ্যাপক মুখার্জীকে জানিয়েছেন, তাঁরা একটি নতুন দল গঠনের দিকে এগোচ্ছেন এবং 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই(সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটি পড়তে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী।

কমরেড প্রভাস ঘোষের স্ট্যালিন প্রসঙ্গে পুস্তিকা এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত মিলিটারি হস্তক্ষেপ ও রাশিয়ায় পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত পুস্তিকাটি সম্পর্কে এমএলপিডি-র এক সংগঠক বিশেষ ভাবে আগ্রহ দেখিয়েছেন। জিমারওয়াল্ড সম্মেলনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করল, আমরা যদি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা দেশে দেশে পৌঁছে দিতে পারি, তা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গৃহীত হবে।

ধর্ষকদের কঠোর শাস্তির দাবি এআইএমএসএস-এর

সম্প্রতি দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত ১২ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, দুর্গাপুরের ঘটনা প্রমাণ করল পশ্চিমবঙ্গ ধর্ষকদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

বিশেষ করে অভয়ার নৃশংস ঘটনার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীদের প্রশাসন যেভাবে আড়াল করে চলেছে এবং আন্দোলনকারীদের নানা ভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করছে, তাতে ধর্ষক-দুষ্কৃতীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ আই এম এস এস দুর্গাপুরের মেডিকেল ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সমাপ্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করার ও কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। সাথে সাথে রাজ্যের সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 10 Bengali Weekly October 17, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ৪০ আসনে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা এস ইউ সি আই (সি)-র

আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে ১২ অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ কুমার সিং বলেন,

বিহারে ২০ বছর ধরে ক্ষমতাসীন জেডিইউ-বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ এবং কংগ্রেস-আরজেডি-র নেতৃত্বে জোট উভয়েই ভুয়ো প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যা প্রচারের ওপর নির্ভর করে ভোট চাইতে নেমেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ কুমার সিং (বাঁ দিক থেকে তৃতীয়)

তিনি বলেন, বিজেপি-জেডিইউ সরকার বিহারের উন্নয়নের রঙিন ছবি তুলে ধরলেও বাস্তবে তাদের শাসনে বিহার আজ সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্যের তালিকাতেই থেকে গেছে। কিছু রাস্তা আর ফ্লাইওভারকেই তারা উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে দেখাচ্ছে। অথচ এই রাজ্যে বেকারত্ব ভয়াবহ আকার নিয়েছে। সরকারি স্কুল-কলেজ বন্ধের পথে, বাড়ছে প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রমরমা। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে। দশ বছরে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে ৮০ শতাংশের বেশি। শিশু কন্যা থেকে শুরু করে মহিলাদের ওপর নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ভয়াবহ হারে বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মদ বন্ধের বড়াই করলেও সরকারের চোখের ওপর মদের ঠেক বেড়েই চলেছে। মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে বিহার।

কমরেড অরুণ কুমার সিং কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন, গরিব মানুষকে ঘর দেওয়ার মতো জমি সরকারের হাতে নেই, অথচ তাঁর সরকার বক্সারে ১০৬৪ একর জমি কৃষকদের থেকে কেড়ে নিয়েছে। ভাগলপুরে আদানিদের দেওয়ার জন্য ১০৫০ একর জমি জোর করে কেড়ে নিয়েছে। এই জমিতে কমপক্ষে ১০ লক্ষ আমগাছ ধ্বংস করবে আদানিরা। বিজেপির দোসর হিসাবে জেডিইউ কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত জনবিরোধী নীতি বিহারে চালু করছে।

তিনি বলেন, এই সময় সমস্ত বামপন্থী দলগুলির জোটবদ্ধ লড়াই মানুষের দাবিগুলিকে সামনে আনতে পারত। কিন্তু এসইউসিআই(সি) বামপন্থী ঐক্যের কথা বললেও তাতে সাড়া না দিয়ে সিপিআই, সিপিএম, সিপিআইএমএল-লিবারেশন ইত্যাদি দল কংগ্রেসের মতো একচেটিয়া মালিকদের অতি বিশ্বস্ত দল এবং আরজেডি-র মতো জাতপাত ভিত্তিক দলগুলির সাথে হাত মিলিয়ে যে ভাবে হোক কিছু আসন বাগিয়ে নেওয়ার রাস্তায় হেঁটেছে। এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই (সি) সংগ্রামী বামপন্থা ও গণআন্দোলনের ঝান্ডা নিয়ে একক শক্তিতে ৪০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তিনি গণআন্দোলনের স্বার্থে দলের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

প্রার্থী তালিকা

কেন্দ্র	প্রার্থী
১। ঝঞ্ঝারপুর	কমরেড বিজয় কুমার মণ্ডল
২। পিপরা	কমরেড রামদেব যাদব
৩। বিহারিগঞ্জ	কমরেড পঙ্কজ জয়সওয়াল
৪। দারভাঙা	কমরেড মহম্মদ মোজাহিদ
৫। মীনাপুর	কমরেড শিব কুমার যাদব
৬। সকরা	কমরেড রামসেবক পাশোয়ান
৭। কুড়নি	কমরেড সঞ্জিত মাঝি
৮। মুজফফরপুর	কমরেড আমন কুমার ঝা
৯। কাঁটি	কমরেড লালবাবু রায়
১০। বরুরাজ	কমরেড মাধো ভকত
১১। পারু	কমরেড নান্হক শাহ
১২। সাহেবগঞ্জ	কমরেড সুখারি দাস
১৩। হাজিপুর	কমরেড ইন্দ্রদেব রায়
১৪। লালগঞ্জ	কমরেড রাজেন্দ্র শর্মা
১৫। বৈশালি	কমরেড রামনাথ রায়
১৬। মহুয়া	কমরেড ললিত কুমার ঘোষ
১৭। রাজাপাকর	কমরেড উমেশ রাম
১৮। রাঘোপুর	কমরেড মহেশ সিং
১৯। কল্যাণপুর	কমরেড মধু কৃষ্ণজি রাম
২০। সমস্তিপুর	কমরেড রাকেশ কুমার
২১। মোরবা	কমরেড চন্দ্রশেখর রায়
২২। বেগুসরাই	কমরেড গৌতম কুমার
২৩। ভাগলপুর	কমরেড রবি কুমার সিং
২৪। সুলতানপুর	কমরেড সুনীল কুমার
২৫। কাটোরিয়া	কমরেড ঢেনা সোরেন
২৬। বেলহার	কমরেড গিরধারী পণ্ডিত
২৭। তারাপুর	কমরেড ভরত মণ্ডল
২৮। মুঙ্গের	কমরেড বিকাশ কুমার আর্য
২৯। জামালপুর	কমরেড কামেশ্বর রঞ্জন
৩০। সূর্যগড়া	কমরেড লালন কোরা
৩১। অস্থাওঁয়া	কমরেড দীপক কুমার বিদ্যার্থী
৩২। কুম্হারার	কমরেড সরোজ কুমার সুমন
৩৩। পালিগঞ্জ	কমরেড অনামিকা
৩৪। আরা	কমরেড ধর্মাত্মা শর্মা
৩৫। কুর্থা	কমরেড রূপেশ কুমার
৩৬। জহানাবাদ	কমরেড রাজু কুমার
৩৭। ঘোসি	কমরেড ইন্দু কুমারি
৩৮। নবিনগর	কমরেড অনিল রাম
৩৯। অওরঙ্গাবাদ	কমরেড প্রয়াগ পাশোয়ান
৪০। ঝাঝা	কমরেড রমেশ কুমার বেসরা

পুদুচেরিতে জনকল্যাণ সংগ্রাম কমিটির সমাবেশ

পুদুচেরির কারাইকাল জেলায় বেশ কয়েকটি জনকল্যাণমূলক সংস্থা, মহিলা সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠন একযোগে গড়ে তুলেছে 'জনকল্যাণ সংগ্রাম' (পিপলস ওয়েলফেয়ার মুভমেন্ট) কমিটি। কারাইকাল শহরে ৭ অক্টোবর কমিটির পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন এসইউসিআই(সি) -র পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। কর্মসূচিটির উদ্বোধন করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে শ্রীধর। তিনি কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে নিপীড়িত মানুষের ঐক্য গড়ে তুলে জনসাধারণের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য কারাইকাল জেলার অধিবাসীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের পুদুচেরি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড লেনিন দুরাই। নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনতে পথচারীরাও সমবেত হন।

নাগরাকাটায় চা শ্রমিক পরিবারগুলিকে ত্রাণ

জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙায় হাতি লাইনে ১৩ অক্টোবর এআইইউটিইউসি রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহযোগিতায় বন্যাবিধ্বস্ত ১৬০টি চা-শ্রমিক পরিবারকে চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ, ব্লিচিং পাউডার, জিওলিন, স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং শিশুদের জন্য গুঁড়ো দুধ দেওয়া হয়। শ্রমিকদের হাতে ত্রাণ তুলে দেন

এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও চা-শ্রমিক ইউনিয়ন এনবিটিপিইউ-এর সভাপতি অভিজিৎ রায়, এআইইউটিইউসি-র জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি জীবন সরকার, দার্জিলিং জেলা সম্পাদক জয় লোধ সহ অন্য নেতৃবৃন্দ। চিকিৎসা শিবিরে রোগীদের চিকিৎসা করেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাঃ তুহিন বর্মন, ডাঃ অর্ণব তালুকদার, ডাঃ আসরাফ আনসারী সহ ৮ জনের টিম। তাঁরা ১৫৬ জন রোগীকে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন।

গাইঘাটায় বন্যার্ত মানুষের পাশে এ আই ইউ টি ইউ সি

গত এক মাস উত্তর ২৪ পরগণার সুটিয়া, পাঁচপোতা, ঝাউডাঙার বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। বাসিন্দারা, যাঁদের অধিকাংশই দরিদ্র বিড়ি শ্রমিক সুটিয়া ও পাঁচপোতা স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। ৮ অক্টোবর গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া ফুলবাজারে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত গাইঘাটা বিড়ি শ্রমিক সমিতির ব্যবস্থাপনায় ও কলকাতার চাইল্ড লাইট ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এলাকার ৩০০ বন্যার্ত ও দুঃস্থ পরিবারের হাতে শুকনো খাবার ও জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়।

সভাপতিত্ব করেন গাইঘাটা বিড়ি শ্রমিক সমিতির সভাপতি এবং এআইইউটিইউসি রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। উপস্থিত ছিলেন চাইল্ড লাইট ফাউন্ডেশনের পরিচালক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি সজল দাস, প্রাণতোষ মণ্ডল, শিক্ষক পরিমল মণ্ডল, শ্যামল বিশ্বাস, রূপম ভৌমিক সহ আরও অনেকে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com